কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ ও মূল্যায়ন নির্দেশনা

শ্রেণি: ৮ম

বিষয়: বাংলা

অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজের ক্রম	অধ্যায় ও অধ্যায়ের শিরোনাম	পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ নম্বর ও বিষয়বস্তু	অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ	নির্দেশনা	মূল্যায়ন রুব্রিক্স
অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ-৫	ব্যাকরণ (১.৩)	**সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য**	সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্যকরণ: আবার বলিতেছি , আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাহা পাপ-মহাপাপ!	সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ জানতে *বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি* পাঠ্য-বইয়ের ৩-৮ পৃষ্ঠা পড়া যেতে পারে।	**ক. অতি উত্তম** (১. সর্বনাম পদের চলিত রীতির যথাযথ প্রয়োগ ২. ক্রিয়াপদের চলিতরীতির যথাযথ প্রয়োগ ৩. তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে যথাযথ রূপান্তর) **খ. উত্তম** (১. সর্বনাম পদের চলিত রীতির যথাযথ প্রয়োগ ২. ক্রিয়াপদের চলিতরীতির যথাযথ প্রয়োগ ৩. তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে আংশিক রূপান্তর) **গ. ভালো** (১. সর্বনাম পদের চলিত রীতির যথাযথ প্রয়োগ ২. ক্রিয়াপদের চলিতরীতির আংশিক প্রয়োগ ৩. তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে আংশিক রূপান্তর) **ঘ. অগ্রগতি প্রয়োজন** (১. সর্বনাম পদের চলিত রীতির যথাযথ প্রয়োগের অভাব ২. ক্রিয়াপদের চলিতরীতির যথাযথ প্রয়োগের অভাব ৩. তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে যথাযথ রূপান্তরের অভাব)

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে এ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ ও মূল্যায়ন নির্দেশনা

শ্রেণি: ৮ম **বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি**

এ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজের ক্রম	অধ্যায় ও অধ্যায়ের শিরোনাম	পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পাঠ নম্বর ও বিষয়বস্তু	এ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ	নির্দেশনা	মূল্যায়ন রুব্রিক্স
এ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ-২	**দ্বিতীয় অধ্যায়:** কম্পিউটার নেটওয়ার্ক	পাঠ ০৮: নেটওয়ার্কের ধারণা পাঠ ০৯: টপোলজি পাঠ ১০: নেটওয়ার্কের ব্যবহার পাঠ ১১: নেটওয়ার্কের ব্যবহার	নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন কর।	প্রতিবেদনটি তৈরির ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে- ১।প্রারম্ভিক অংশ: মূল শিরোনাম, প্রাপকের নাম ঠিকানা, সূত্র বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সার নির্দেশক কথা। ২।প্রধানঅংশ: বিষয় সম্পর্কে ভূমিকা, মূলপ্রতিবেদন (দৈনন্দিন জীবনে নেটওয়ার্কের ব্যবহার, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ক্লায়েন্ট, মিডিয়া, নেটওয়ার্ক এডাপ্টার, রিসোর্স, ইউজার, প্রটোকল, হাব, সুইচ, রাউটার, মডেম, ল্যান কার্ড), উপসংহার ও সুপারিশ। ৩।পরিশিষ্ট: তথ্য নির্দেশ, গ্রন্থ বিবরণী ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি।	ক. অতি উত্তম: (১) বিষয়বস্তুর যথার্থতা, ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা। (২) লেখায় তথ্যও সূত্র পাঠ্যপুস্তকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। (৩) লেখায় লক্ষণীয় নিজস্বতা বা সৃজনশীলতা। খ. উত্তম: (১) বিষয়বস্তুর সঠিকতা ও ধারাবাহিকতা। (২) লেখায় তথ্য, তত্ত্ব, ও সূত্র পাঠ্যপুস্তকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। (৩) লেখায় নিজস্বতা বা সৃজনশীলতা আছে তবে তা লক্ষণীয় নয়। গ. ভালো: (১) বিষয়বস্তুর সঠিকতা থাকলেও ধারাবাহিকতার অভাব। (২) লেখায় তথ্য, তত্ত্ব, সূত্র ও ব্যাখ্যা আংশিকভাবে সঠিক। (৩) লেখায় সামান্য নিজস্বতা ও সৃজনশীলতা। ঘ. অগ্রগতি প্রয়োজন: (১) বিষয়বস্তুর সঠিকতা ও ধারাবাহিকতার অভাব। (২) লেখায় তথ্য, তত্ত্ব, সূত্র ও ব্যাখ্যা পাঠ্যপুস্তকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। (৩) লেখায় নিজস্বতা বা সৃজনশীলতার অভাব।